بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে পবিত্র কুরআনের ফজিলত, অবস্থান, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। জামাতের বন্ধুদের কাছে পাকিস্তান, বুরকিনা ফাঁসো এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়ার আন্তরিক তাহরীক

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৭ মার্চ, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী ধর্মের অবস্থান কী এবং মানুষের শক্তিতে এর প্রভাব কী এবং কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন যে, ইঞ্জিল এর উত্তর দেয়নি কারণ ইঞ্জিল জ্ঞানের পথ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু পবিত্র কুরআন বারবার এই সমস্যার সমাধান বিস্তৃতভাবে করেছে যে, মানুষের সহজাত শক্তির পরিবর্তন করা এবং নেকড়েকে ছাগলের মতো করে দেখানো অর্থাৎ শক্তিশালীকে দুর্বল করা ধর্মের ভূমিকা নয়। বরং তাদেরকে জায়গায় ও সুযোগে উপযুক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা হল ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্মের কোন প্রাকৃতিক শক্তি পরিবর্তন করার কোন কর্তৃত্ব নেই বরং উপযুক্ত পরিবেশে অনুযায়ী ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়ার কর্তৃত্ব রয়েছে মাত্র। শুধু একটিমাত্র শক্তির উপর জোর দেয়া নয়, বরং সমস্ত শক্তির ব্যবহারের নির্দেশনা দান করা হল ধর্মের কাজ। মূল উদ্দেশ্য হল সংস্কার ও উন্নতি সাধন। আর এই উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে অর্জন করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, এটা সত্য যে, মুসলমানরা কুরআন বোঝে না। কিন্তু এখন খোদা তাআলা কুরআনের প্রকৃত বুৎপত্তি প্রকাশ করতে চান। আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য নিযুক্ত করেছেন এবং আমি তাঁর ইলহাম ও ওহী দ্বারা পবিত্র কুরআন উপলব্ধি করেছি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এমন যে, এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা যায় না এবং তা এতই যুক্তিতে পরিপূর্ণ যে একজন দার্শনিকও আপত্তি করার সুযোগ পায় না। অতঃপর পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তিনি (আ.) জামাতকে

উপদেশ প্রদান করেন যে পবিত্র কুরআনে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন, এতে রয়েছে ভালো কাজ ও মন্দ কাজের বিবরণ এবং ভবিষ্যৎ যুগের খবর। এটি এমন একটি ধর্ম উপস্থাপন করে যার উপর কোনও প্রকার আপত্তি করা যায় না কারণ এর কল্যানরাজি এবং ফলাফল চিরস্থায়ীভাবে সতেজ ও দ্যুতিময়। পবিত্র কুরআনের গর্ব যে, আল্লাহ্ তাআলা এর মধ্যে প্রতিটি রোগের নিরাময় দান করেছেন, সকল প্রবৃত্তির সহজাত প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং যে সকল অনিষ্ট দেখা দিয়েছে তা দূর করার পথও প্রদর্শন করেছেন। অতএব, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন, দোয়া করতে থাকুন এবং আপনার আচরণকে এর শিক্ষার অধীনে রাখার চেষ্টা করুন।

কুরআনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন: কুপ্রথা ও বিদআত থেকে বিরত থাকাই উত্তম, এতে ধীরে ধীরে শরীয়ত বিলুপ্ত হতে থাকে। সর্বোত্তম পন্থা এই যে, যে সময় তাকে এ ধরনের অশালীন আচার-অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকতে হয় সে সময় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে ব্যয় করা উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের উচিত বিদআত পরিহার করা এবং পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পড়ার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া। আগামী সপ্তাহে রমযানও শুরু হচ্ছে, তাই এই রমযানে বিশেষ করে পবিত্র কুরআন পাঠ করার, শেখার ও বোঝার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, হৃদয়ের কঠোরতাকে নরম করার একমাত্র উপায় হল পবিত্র কুরআন বারবার পাঠ করা। যেখানে যেখানে দোয়ার উল্লেখ আছে সেখানেই মুমিনের হৃদয়ও চায়, একই ঐশী রহমত আমার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত হোক। পবিত্র কুরআনের উদাহরণ হল এমন একটি বাগিচার ন্যায় যেটি এক জায়গা থেকে ফুল তুলে তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে অন্য ধরনের ফুল তুলে নেয়। অতএব, একজনের প্রতিটি অবস্থানের উপযুক্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করা উচিত। একজন ব্যক্তির নিজের উপর ঐশী বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা এটি তাকে ঐশী বিকাশের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ তাকে যা করতে আদেশ করেছেন তা তার করা উচিত এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তার বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত, এটাই হল সেই ঐশী বাগিচা থেকে মানুষের বাছাই করা ফুল যা সে নিজে সংগ্রহ করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেছেন: মহানবী (সা.)'র সাহাবায়ে কেরাম হাদীসকে পবিত্র কুরআনের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার মনে করতেন। তিনি বলেন, এটাও মনে রাখবেন যে হাদীসগুলো পরে সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে মাঝে মাঝে কিছু সাহাবী তা লিখে রাখতেন। একবার হযরত উমর (রা.) একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলে এক বৃদ্ধা মহিলা বললেন, এটা হাদীসে লেখা আছে, কিন্তু তিনি (রা.) বললেন, 'একজন বৃদ্ধার জন্য আমি আল্লাহ্‌র কিতাব ত্যাগ করতে পারি না।' তাই এটাই বাস্তবতা যা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এটা না হলে বিদআত ছড়িয়ে পড়তেই থাকবে, আর এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে বিদআত ছড়িয়ে পড়ছে এবং পবিত্র কুরআনের মূল শিক্ষা থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অজ্ঞ। তথাকথিত আলেমরা যে দিকেই নেতৃত্ব দেয়, তারা সেদিকেই যেতে থাকে এবং বিদআত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন বিকৃত করার অভিযোগ রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মুসলমানরা যতক্ষণ না পবিত্র কুরআনকে অনুসরণ ও মেনে চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কোনোভাবেই উন্নতি করতে পারবে না। তিনি (আ.) বলছেন যে, কুরআন হল রত্নরাজির ভান্ডার এবং মানুষ তা জানে না। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে লোকেরা উৎসাহ ও তৎপরতার সাথে পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনে একটি যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিকতা রয়েছে। সে এমন বর্ণনা তুলে ধরেনি যার সাথে দৃঢ় ও স্থিতিশীল যুক্তি দেয়নি। পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা ও ভাষায় অলঙ্করণ যেমন এর মধ্যে রয়েছে, নিজের মধ্যে একটা আকর্ষণ যেমন বিদ্যমান, তার যুক্তিগুলো যেমন

কার্যকর তেমনি তার নীতিমালাও যুক্তিপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। তাই কুরআনের সাথে অন্য কোন (ঐশী) গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে না। যখন কুরআন পড় এবং পবিত্র কুরআনে কিছু দেখতে পাও, তখন তার প্রমাণও সেখানে অনুসন্ধান কর। তিনি (আ.) বলেন যে, এটা মনে রাখা উচিত যে আমরা পবিত্র কুরআন পেশ করি যা থেকে ভ্রম দূরীভূত হয়। কোন মিথ্যা প্রহেলিকা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। পবিত্র কুরআন হল সেই মহান শস্ত্র যার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা দাঁড়ানোর সাহস করে না। এটি এমন একটি স্বর্গীয় অস্ত্র যা কখনই ভোঁতা হয় না। তাই পবিত্র কুরআনের প্রতি আমাদের আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার উন্নতি করতে পারি এবং বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন হল একটি পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ যা জাতির মধ্যে শান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং প্রতিটি জাতির নবীকে গ্রহণ করেছে। সারা বিশ্বে এই গর্ব একমাত্র পবিত্র কুরআনের, যে এই শিক্ষা দিয়েছে لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ, মুসলমানরা বলে যে আমরা বিশ্বের সমস্ত নবীকে বিশ্বাস করি এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না যে কতিপয়কে মান্য করলাম আর কতিপয়কে অস্বীকার করলাম। তিনি (আ.) চ্যালেঞ্জ করে বলেন, এ ধরনের সন্ধিস্থাপনকারী অন্য কোনো গ্রন্থ থাকলে নাম বলুন। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন হল এমন একটি কিতাব, যার অনুসরণে পৃথিবীতেই মুক্তির লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। এর বক্তব্য এতটাই বিশাল এবং তথ্যের ব্যপকতা এতটাই বিস্তৃত ও সুগভীর যে পৃথিবীতে বিদ্যমান এমন সন্দেহাবলী যা একজনকে খোদার কাছে পৌঁছতে বাধা দেয়, এসবের উত্তর যৌক্তিকভাবেই এতে নিহিত রয়েছে। পবিত্র কুরআন হল সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের জাল থেকে মুক্ত একটি সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে প্রতিটি উম্মাহর জন্য পৃথক পৃথক নীতিমালা প্রেরণ করেছিলেন, অতঃপর সেগুলিকে এক খোদাতাআলার ন্যায় সম্মিলিত রূপ দান করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সবাইকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কুরআন প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলি ও নবীদের উপর অনুগ্রহ করে তাদের শিক্ষাকে কার্যকরী রূপ দিয়েছে যা মূলত গল্পের রং এ বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন না করলে কেউ এসব গল্প-কাহিনী থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং একে কাহিনী মনে করে তারা একে অপবিত্র করেছে। আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরোধিতায় উগ্র কারণ আমরা বিশ্বকে দেখাতে চাই যে পবিত্র কুরআন পরম জ্যোতি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের আকর। সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর অনুগ্রহে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে পবিত্র কুরআন একটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল গ্রন্থ, সুতরাং আমরা কেন তাদের বিরোধিতার চিন্তা করব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, পবিত্র কুরআনে এমন মহান তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে যা তাওরাত এবং ইঞ্জিলের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। তাই প্রত্যেকের উচিত এর অর্থ ও দাবি নিয়ে চিন্তা করার অভ্যাস করা, যাতে আমরা খোদা তাআলার বাণীর সৌন্দর্যরাজি উপলব্ধি করতে পারি। তিনি (আ.) বলেন যে, পবিত্র কুরআনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিধি- নিষেধের বর্ণনা রয়েছে। তেলাওয়াত করার সময় সেগুলি খুঁজে বের করা এবং এগুলিকে আমাদের জীবনের একটি অংশে পরিণত করে নেওয়া উচিত, তবেই আমরা সর্বশক্তিমান খোদার বাণী থেকে প্রকৃত অনুগ্রহ লাভ করব। সবই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে কিছুই অর্জন করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার। এর সাথে দুনিয়ার কল্যাণরাজিও আসে। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শেষ কিতাব (কুরআন)

অবতীর্ণ করেছেন যাতে এর প্রভাব জেনে বিশ্ববাসী রক্ষা পায়। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর এটাও কাজ যে, যেখানেই সে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার চেষ্টা করবে, সেখানেই সে যেন বিশ্ববাসীকে এই শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করে এবং আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক ধ্বংস থেকে তাদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। মহানবী (সা.) হলেন নবীগণের সীলমোহর এবং পবিত্র কুরআন হল কিতাবের সীলমোহর। মহানবী (সা.) যা প্রদর্শন করেছেন এবং পবিত্র কুরআন যা শিক্ষা দিয়েছে তা পরিত্যাগ করে পরিত্রাণ লাভ করা যায় না। এটাই আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস। আমি আশা করি সাধারণ মুসলমানরাও এটা বুঝবে এবং তারা যুগের ইমামকে শনাক্ত করার ব্যাপারে সচেতন হবে।

জুমআর খুতবা শেষে, হুযুর আনোয়ার পাকিস্তান, বুরকিনা ফাঁসো এবং বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়ার তাহরীক করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এবং দেশের সাধারণ পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। বুরকিনা ফাঁসোর আহমদীদের জন্য এবং দেশের সাধারণ পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন। বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাদেরও হেফাজত করুন। সেখানে আজ আবার মৌলবীদের কিছু অশান্তি করার ছিল। বিশ্বের প্রতিটি দেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার রমযানের দোয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন: রমযানও এখন শুরু হচ্ছে, আমি বলেছি, এই মাসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বোঝার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন, নামাযের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে তওফীক দান করুন। আর আমাদেরকে রমযানের বরকত দান করুন। (আমিন)

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলির বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েব সাইটটি ভিজিট করুন: https://ahmadiyyamuslimjamaat.in/books/nashr-o-ishaat/Stock-Price/Bangla/

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
17 March 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in